Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 279–284
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত অভিলেখ সাহিত্যে কবিগণ : একটি সমীক্ষা

মনিকা হাঁসদা
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : moniju.sanskrit@gmail.com

Keyword
অভিলেখ, বৎসভট্টি, রবিকীর্তি, বাসুল, কাব্য, রীতি, ছন্দ, প্রশস্তি।

Abstract
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য চর্চা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অভিলেখ সাহিত্যের গুরুত্ব অতুলনীয়। বিশেষতঃ এই সাহিত্য প্রবাহের কালানুসারী ইতিহাসের কাঠামো নির্মাণে অভিলেখের সাক্ষ্যই সম্ভবপর হয়েছে। সাহিত্যের কবিদের পরিচয় জানতে এবং কাব্যের সময় নির্ধারণ করতে অভিলেখের গুরুত্ব অসামান্য। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় কাব্যগুলিতে লেখকের সময় বা কাব্যের রচনা কাল উল্লেখ থাকে না। সেই সমস্ত বিখ্যত কাব্যসমূহের সঠিক সময় নির্ধারণে অভিলেখই প্রমাণ করতে সহায়ক উপাদান।

সাধারণত অভিলেখগুলি রাজা, মন্ত্রী, রাণী, কোনো সাধারণ মানুষের দ্বারা জারি করা হয়েছিল। অভিলেখের রচয়িতারা একটি নির্দিষ্ট নমুনা অনুসরণ করে যা সাধারণত রাজার বংশতালিকা ধারণ করে। এখানে কবিরা তাদের সাহিত্য রচনায় দক্ষতা প্রকাশের যুযোগ পান। গুপ্তযুগের শুরুর দিকে অভিলেখগুলি গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। পরবর্তীতে পদ্যের ব্যবহারের বাহুল্য দেখা যায়। কবিরা অভিলেখগুলিতে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের কাব্যিক দক্ষতা দেখানোয় তাঁরা পিছপা হননি।

যে কোনো যুগের অভিলেখ সাহিত্যকে সেই সময়ের সাহিত্য বিকাশের সূচক হিসাবে বলা যেতে পারে। যদিও সমস্ত অভিলেখগুলিতেই কবির পরিচিতি পাওয়া গিয়েছে তা নয়। তবে গুপ্ত যুগের বেশিরভাগ অভিলেখগুলিতেই কবি পরিচয় সেই অভিলেখতেই বলা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা কবি রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি স্তম্ভলেখ রচনা করেছেন। এই স্তম্ভলেখে রাজা চন্দ্রের শৌর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি শ্লোকগুলিতে এমন সুন্দর মিশ্র অলংকারের প্রয়োগ করেছেন তা এককথায় অসাধারণ। আসলে অভিলেখ কবিদের নিয়ে কোনো শিক্ষাবিদ্‌গণ বা গবেষক পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়াস করেন নি বলে মনে হয়। অভিলেখ কবিগণকে পরবর্তী অলংকারশাস্ত্রের কবিদের পূর্বসূরী বললে তেমন ভুল হয় না। কিন্তু সমস্ত অভিলেখ কবিই যে খুব সুন্দর সাবলীল, স্বচ্ছন্দ শব্দচয়ন, অলংকার প্রয়োগ করেছেন তা নয়, তবে বেশির ভাগ কবিই তাঁদের রচিত অভিলেখগুলিতে অবলীলাক্রমে ছন্দ, অলংকার ও ভাষার দক্ষতা প্রয়োগে তাঁদের কবিত্বশক্তি প্রমাণ করেছেন। বৈদর্ভী,

গৌড়ী রীতি যে সমস্ত রীতি সপ্তম শতকের আলংকারিক আচার্য দন্ডী তাঁর আলোচনা করেছেন সেগুলি অভিলেখ কবিরা তাঁদের রচনায় অবলীলায় প্রয়োগ করেছেন। যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে অভিলেখ কবিদের এক আসনে বসার যোগ্য নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তাই প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখ সাহিত্যে প্রশস্তি কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এই প্রবন্ধে কয়েকজন প্রশস্তি কবি বা অভিলেখের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

Discussion

অভিলেখ বিষয়ে চর্চা করতে গেলে প্রথমেই 'অভিলেখ' শব্দটির অর্থ ও বুৎপত্তি নির্ণয় করা প্রয়োজন। অভিলেখ শব্দটির ইংরেজি সমার্থক শব্দরূপে দুটি শব্দ পাওয়া যায়– 1. Epigraphy 2. Inscription. গ্রীক 'epi' বা 'ep' উপসর্গ এবং 'graphein' ধাতু মিলিয়ে 'epigraphain' ধাতু মিলিয়ে 'epigraphain' শব্দটি গঠিত হয়েছে। গ্রীক শব্দ Epigraphe < Epigraphein থেকে ইংরাজি Epigraphy এই শব্দটি এসেছে। গ্রীক 'Epi' বা 'ep' এই উপসর্গের অর্থ হল – 'on', 'upon', 'over'; 'above', এবং 'graphein' ধাতুটির অর্থ হল 'to write'.[১] তাহলে 'Epigraphy' পদটির অর্থ দাঁড়ায় 'to write on' অর্থাৎ কোনো কিছুর ওপর লেখা।

অভিলেখ পদের দ্বিতীয় সমার্থক শব্দ 'Inscription'। এই শব্দের মূল ধাতুটি হল 'inscribe', ল্যাটিন শব্দ 'inscribere' থেকে এসেছে। যেটির অর্থ হল "to write, print or engrave or mark (a surface) with letters or words".[২] অর্থাৎ কোনো কঠিন বস্তুতলের ওপর খোদাই করে লেখা অক্ষরগুলি কে বোঝায়। অভিলেখের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে D.C. Sircar বলেছেন–

> "Epigraphy is the study of inscriptions, and inscriptions' literally means any writing engraved on some object".[৩]

অর্থাৎ অভিলেখ বিষয়ে চর্চা এবং পঠনপাঠনকেও বোঝায় Epigraphy এই শব্দটির দ্বারা।

প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখগুলি মূলতঃ প্রাকৃত ভাষাতে লেখা হতো। আনুমানিক খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত ভাষায় রচিত আবিষ্কৃত অভিলেখগুলির মধ্যে রাজা গজায়ন সর্বতাতের ঘোসুন্ডী এবং হাথিবাড়া প্রস্তর অভিলেখ উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টিয় ১৫০ অব্দে সালংকার গদ্যে-রচিত অভিলেখ সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন শক-ক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিলেখ প্রচুর এবং কয়েক শতাব্দী ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত অভিলেখ রচিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রাজপ্রশস্তি, দানমূলক অভিলেখ, ভূমিদান পত্র (তাম্রশাসন), ব্যক্তিগত দান অভিলেখ, স্মারক অভিলেখ, label Inscription, তীর্থযাত্রা ও ভ্রমণকারীদের অভিলেখ, ধর্মীয় অভিলেখ, কাব্য অভিলেখ, সীল অভিলেখ বিচিত্র বা মিশ্র অভিলেখ প্রভৃতি এইরূপ অভিলেখ পাওয়া যায়।

এখানে মূল আলোচনার বিষয় রাজার সভাকবি বা প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির দ্বারা কিছু অভিলেখ রচিত হয়েছে এবং সেগুলি অসাধারণ কাব্যগুণে মণ্ডিত। আবার কোন কোন মহাকবির নাম শুধু অভিলেখ সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে অন্যত্র পাওয়া যায় না। সেইরকম প্রতিভাবান বিশিষ্টকবিদের সম্পর্কে আলোচনা করাই মূল বিষয়।

সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হলেন হরিষেণ। তাঁর মহান ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া ও অভিলেখটি সংস্কৃত কাব্যের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রশস্তি ছাড়া এই বিশিষ্ট কবির অন্য কোনো রচনা পাওয়া যায় না। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা রয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার সাদৃশ্য দেখে বহু পন্ডিত বলেছেন যে, কালিদাস হরিষেণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

হরিষেণ এলাহাবাদ প্রশস্তিটি রচনা করেছিলেন গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে। দন্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন–

"গদ্যং পদ্যং চ মিশ্রং চ তৎ ত্রিধৈব ব্যবস্থিতম্।"[৪]

এই প্রশস্তির গদ্য ও পদ্য উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে, যেমন চম্পূকাব্যের মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয়েরই সমান গুরুত্ব থাকে। এই প্রশস্তিটিকে চম্পূকাব্য বলা যেতেই পারে। তবে আরো বিশেষভাবে বললে 'বিরুদ'ও বলা যায়। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—

"গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে।"[৫]

হরিষেণ তাঁর সাহিত্য শৈলী যে ছন্দোবদ্ধ রচনায় প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। দীর্ঘ গদ্যে রচনা করেও তিনি কোথাও কোনোভাবে ভারসাম্য নষ্ট করেন নি তা প্রশংসনীয়। কবি হরিষে্ণ সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলির যে বর্ণনা করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। ওজঃ গুণসম্পন্ন ও বৈদর্ভী রীতিতে তিনি সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে দশটি গুণের কথা বলা হয়েছে–

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিঃ সমাধয়ঃ।।"[৬]

দীর্ঘ সমাস ব্যবহার হলে ওজোগুণের সৃষ্টি হয়। ওজোগুণ হল গদ্যের প্রাণ। বৈদর্ভমাগের কবিরা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘসমাস ব্যবহার করে থাকেন। A.B. Keith তাঁর History of Sanskrit Literature এ বলেছেন–

"Harisena's poem bears expressly the title Kavya. Its structure is similar to the delineation of kings adopted in the prose romances of subandhu and bana।"[৭]

শব্দালংকার ও অর্থালংকার এর ব্যবহারে এই প্রশস্তি উত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রশস্তির শেষে তিনি নিজেই এই প্রশস্তিকে 'কাব্য' রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

"এতচ্চ কাব্যমেষামেব ভট্টারকপাদানাং দাসস্য সমীপ – পরিসর্প্পণানুগ্রহোন্মীলিত – মতেঃ খাদ্যকূটপাকিকস্য মহাদন্ডনায়ক ধ্রুবভূতি – পুত্রস্য সন্ধিবিগ্রহিক কুমারামাত্য মহাদন্ডনায়ক হরিষেণস্য সর্ব্বভূতহিত সুস্বাযাস্ত।

সাহিত্যের কবিদের পরিচয় জানতে এবং কাব্যের সময় নির্ধারণ করতে অভিলেখের গুরুত্ব অসামান্য। বিভিন্ন সময় দেখা যায় কাব্যগুলিতে লেখকের সময় বা কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ থাকে না। সেই সমস্ত বিখ্যাত কাব্যসমূহের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে অভিলেখগুলিই প্রমাণ করতে সাহায্য করে।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে কবি রবিকীর্তি নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন- 'রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ'। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবিকীর্তি যখন তাঁর আইহোল প্রশস্তিটি রচনা করেছেন, ঠিক তার পূর্বেই কালিদাস ও ভারবি কবি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের রচনা প্রায় অনেক সময় তিনি অনুকরণ করেছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কবির রচনায় উল্লেখ অন্য কবিদের রচনায় প্রশংসা রূপে পাওয়া যায়।

ভারবি-কালিদাস-মাঘ প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের-রচনাংশ, শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি, তাঁদের রচনার অনুকরণ অভিলেখের কবিরা প্রায়শই করে থাকেন। রঘুবংশ মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক অনেক অভিলেখেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। বাণের গদ্য রচনার শৈলী অনুকরণ করেছে এমন বহু অভিলেখই পাওয়া যায়। এইভাবে অভিলেখে বহু অনুসৃত বিশিষ্ট কবিদের সাহিত্য প্রতিভার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জানা যায়।

যে কোনো যুগের অভিলেখ সাহিত্যকে সেই সময়ের সাহিত্য বিকাশের সূচক হিসাবে বলা যেতে পারে। যদিও সব অভিলেখগুলিতে কাব্যগুণ নেই তবে অভিলেখগুলিতে সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। অভিলেখ সাহিত্যে এটাও লক্ষণীয় যে সমস্ত স্তরের কবিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যগুণসম্পন্ন মহান কবিদের মধ্যে কিছু অভিলেখের কবিরাও ছিলেন।

যশোধর্মনের মান্দাসোর শিলাস্তম্ভ, অভিলেখের কবি হলেন বাসুল। তাঁর পিতার নাম ছিল কক্ক। এই অভিলেখেই কবির নাম ও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রশস্তিতে যশোধর্মনের গৌরকথা ও কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। কবি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তির কাব্যগুণের সঙ্গে এই প্রশস্তিকে তুলনা করা যায় না। কারণ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কবি হরিষেণ এক

উজ্জ্বলতম কবি প্রতিভার অধিকারী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই তুলনায় এই প্রশস্তির কবি বাসুল তেমন কাব্যগুণ সম্পন্ন প্রতিভার অধিকারী নয়। শিলাস্তম্ভের বর্ণনাতে দেখা যায় কবি হরিষেণের দ্বারা কবি বাসুল যেন প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা তাঁর ছিল না। তিনি সমগ্র প্রশস্তিতে সুন্দর ও সাবলীল পদপ্রয়োগ করেন নি। তাই অন্যান্য কবির অভিলেখের মতো এই অভিলেখটি তেমন রমণীয় হয়নি বললেই চলে। তিনি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন তা প্রশস্তির শেষ দিকের শ্লোক থেকে পাওয়া যায়। প্রশস্তি কবি সম্পর্কে নবম শ্লোকে বলা হয়েছে–

"ইতি তুষ্টুষযা তস্য নৃপতেঃ পুণ্য কর্ম্মণঃ।
বাসুলেনোপরচিতাঃ শ্লোকাঃ কক্কস্য সূনুনা।।"[৯]

রাজার প্রশংসা করার ইচ্ছা থেকে এই শ্লোকগুলি কক্কের পুত্র বাসুল রচনা করেছেন। রাজার পুণ্যকর্মে সন্তুষ্ট হয়েই তিনি শ্লোকগুলি রচনা করেছেন।

যশোধর্মন ও বিষ্ণুবর্ধনের মান্দাসোর অভিলেখটি ৫৩২ খ্রিস্টাব্দে রচিত। ৩২টি শ্লোক সমন্বিত এই অভিলেখ। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ব্যবহারে পরিপূর্ণ এই প্রশস্তি। কবি প্রচলিত বহু ছন্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, স্রগ্ধরা, শিখরিণী, বসন্ততিলক। অন্য একটি অভিলেখ হল কেশব রচিত মিহিরকুলের গোয়ালিয়র প্রস্তরাভিলেখ। এই অভিলেখে ১৩ টি শ্লোক রয়েছে। ৫১৫-৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই অভিলেখটি রচিত। কবি শার্দূলবিক্রীড়িত, মালিনী ও আর্যা ছন্দ ব্যবহার করে কবিপ্রতিভার অধিকার অর্জন করেছেন। রূপক, পরিণাম অলংকার ব্যবহারে কবির প্রৌঢ়তা লক্ষ্য করা যায়।

রবিকীর্তি ছিলেন জৈন কবি। রবিকীর্তিও সংস্কৃত অভিলেখের অন্যতম কবি। তিনি আইহোল প্রশস্তি রচনা করেছেন। অভিলেখটি ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এই অভিলেখটি ভালোভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে কবি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অভিলেখটি মোট ৩৭টি শ্লোকে রচিত এক অসামান্য কাব্য। রবিকীর্তি তাঁর রচনায় দুই বিখ্যাত সংস্কৃত কবি কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ করে ভারতবিদ্‌দের তাঁর কাছে ঋণী করে তুলেছেন। কালিদাসের সময়কালে এই অভিলেখটি অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে হয়। অভিলেখে বলা হয়েছে–

"যেনাযোজি নবে'শ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাস ভারবি কীর্তিঃ।।"[১০]

সুতরাং কবি অবশ্যই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ কালিদাসের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা 'রঘুবংশ' মহাকাব্য অধ্যয়ন করে কবি উপকৃত হয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ অনেক শব্দগুচ্ছ এবং ধারণা তিনি তাঁর প্রশস্তিতে অবাধে প্রয়োগ করেছেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী, রবিকীর্তির বিজয়ের বর্ণনা রঘুবংশের রঘু দিগ্বিজয়ের বর্ণনা স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছেন।

অভিলেখের শেষের দিকে কয়েকটি শ্লোকে কবি রবিকীর্তি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য প্রদান করে। কৃতী রবিকীর্তি সকল মহিমার ভুবন স্বরূপ জিনেন্দ্রর এই পাষাণ ভবন নির্মাণ করিয়েছেন। তিনি সেই সত্যাশ্রয়ের পরম অনুগ্রহ লাভ করেছেন। যাঁর শাসন তিনটি সমুদ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি এই প্রশস্তির রচয়িতা এবং ত্রিজগদ্‌গুরু জিনের বসতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বৎসভট্টি সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ হওয়ার যোগ্য। কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মণের মান্দাসোর প্রস্তরাভিলেখ তাঁর একমাত্র রচনা থেকে জানা যায় এই অভিলেখটি খুব ছোটো ও সুন্দর কাব্য বলা যায়। যা ৪৪ টি শ্লোকে বৎসভট্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

"শ্রেণ্যাদেশেন ভক্ত্যা চ কারিতং ভবনং রবেঃ।
পূর্বাচেয়ং প্রযত্নেন রচিতা বৎসভট্টিনা।।"[১১]

গিল্ডের আদেশে এবং ভক্তির কারণে সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল। বৎসভট্টি এই প্রশস্তিটি রচনা করেছিলেন। এই কবিকে কালিদাসের ঠিক পরবর্তী উত্তরসূরী মনে করা হয়। তাঁর অভিলেখে মেঘদূত ও ঋতুসংহারের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিলেখে লাটদেশের বর্ণনা পড়তে গিয়ে মেঘদূতের বিভিন্ন পুরীর কথা মনে পড়ে যায়। গৌড়ী রীতিতে রচিত এই কাব্য। ওজোগুণ ও দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ করেছেন কবি।

গুপ্তোত্তর যুগের বিখ্যাত সভাকবি উমাপতি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। আনুমানিক ১৯০৭-১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। অভিলেখটিতে ৩৬ টি শ্লোক রয়েছে। বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে তিনি অসামান্য কবিত্বশক্তির প্রমাণ করেছেন। অভিলেখটিতে শিব-পার্বতীর দাম্পত্যলীলার অতি মধুর ছবি ফুটে উঠেছে। অলংকার প্রয়োগে ছন্দের বৈচিত্র্যে ও শব্দচয়নে সভাকবি উমাপতিধর এক উজ্জ্বলতম কবিরূপে অধিষ্ঠিত।

রবিশান্তি হলেন ঈশানবর্মার হড়াহা অভিলেখের রচয়িতা। অভিলেখে ৬১১ সংবৎসরের উল্লেখ রয়েছে। সেই অনুসারে পন্ডিতদের মতে অভিলেখের কাল ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়। অভিলেখটিতে প্রধানত বংশ পরম্পরা ঈশানবর্মনের বহুগুণের কথা এবং বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। তাঁর দ্বারা শিবের পুরাতন মন্দিরের সংস্কারের বর্ণনা রয়েছে। তিনি শব্দলংকারের খুব সুন্দর প্রয়োগ করেছেন–

"লোকস্থিতীনাং স্থিতয়ে স্থিতস্য মনোরিবাচারবিবেকমার্গে।"[১২]

কবি গৌড়ী রীতি প্রয়োগ করে এই কাব্য লিখেছেন। প্রশস্তিকবি রবিশান্তির পরিচয়ও এই অভিলেখের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি কুমারশান্তির পুত্র এবং গর্গরাকটের অধিবাসী ছিলেন।

"কুমারশান্তেঃ পুত্রেণ গর্গরাকটবাসিনা।
নৃপানুরাগাত্পূর্বৈযমকারি রবিশান্তিনা।।"[১৩]

উপসংহার—

এই ভাবে অভিলেখ দ্বারা প্রকাশিত কবিদের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাচীনকালের সাহিত্যিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটা বরং খুব দুর্ভাগ্যজনক যে উপযুক্ত শিক্ষাবিদ্দের দ্বারা এই অভিলেখ কবিদের তাদের রচনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা করা হয় না। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান সাহিত্যিক অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য এই প্রবন্ধটি হয়তো অপর্যাপ্ত হলেও আশা করা যায় কিছুটা উপযোগী হবে। এটি সাহিত্য অধ্যয়নের আর একটি অজানা দিক যোগ করে।

তথ্যসূত্র :

১. Webster's II New Riverside University Dictionary, P. 437, 438, 545
২. Webster's Dictionary, P.631
৩. D.C. Sircar, Indian Epigraphy, P.1
৪. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কাব্যাদর্শ, পৃ.88
৫. যোগেশ্বর দত্ত পারাশর (সম্পা), সাহিত্যদর্পণম্। পৃ. ২৩০৩
৬. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৭. A.B. Keith, A History of Sanskrit Literature, P. 77
৮. D.C. Sircar, Select Inscriptions (Vol. I), P.259
৯. Ibid, P.395.
১০. Ibid, Vol. II, P 448.
১১. D.B. Diskalkar, Selections From Sanskrit Inscriptions (Part I), P. 19
১২. D.C. Sircar, Op.cit, Vol.I, P. 386
১৩. Ibid, P. 389

গ্রন্থপঞ্জী :

১. Diskalkar, D.B. Selections from Selections from Sanskrit Inscriptions, Rajkot: Aryabhushan Press, 1925

২. Gai, G.S. Introduction to Indian Epigraphy : with special reference to the Development of scripts and Languages. Mysore : Central Institute of Indian Languages, 1996
৩. Hutzsch, E. Epigraphia Indica. Vol. VIII (1905-06). New Delhi : Director General, ASI, New Delhi, 1981
৪. Keith, A. B. A History of Sanskrit Literature. London : Oxford University Press, 1928.
৫. Krishnan, K.G. Uttankita Sanskrit Vidya Aranya Epigraphs. Vol.III. Mysore : Uttankita Vidya Aranya Trust,2002
৬. Pandey, Raj Bali. Historical And Literary Inscriptions. Varanasi : The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1962
৭. Salomon, Richard. Indian Epigraphy : A Guide to the study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the other Indo-Aryan Languages. New Delhi: Munsiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1998
৮. Sircar, D.C. Indian Epigraphy. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1996. (1^{st} ed 1965)
৯. Sircar, D.C. Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization. Vol.I, Calcutta (Now Kolkata) : University of Calcutta, 1942
১০. Sircar, D.C. Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization. Vol.II, Delhi : Motilal Banarsidass. 1983
১১. Webster's II New River side University Dictionary. Ed. Anne H. Soukhanov. The Riverside Publishing Company. 1984
১২. গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞ্জরী, সম্পা. গুরুনাথবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যেন, ছন্দোমঞ্জরী, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১১
১৩. গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞ্জরী, সম্পা. ব্রহ্মানন্দ ত্রিপাঠী, ছন্দোমঞ্জরী, বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, সংবত্ ২০০৫
১৪. দণ্ডী, কাব্যাদর্শ, সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, কাব্যাদর্শ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫)
১৫. ভরত, নাট্যশাস্ত্র (২য় খন্ড) সম্পা. সহ বঙ্গানুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ছন্দা চক্রবর্তী, ভরত নাট্যশাস্ত্র, কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৭ (পঞ্চম মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ)
১৬. বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, সম্পা. কৃষ্ণসূরী, কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, শ্রীরঙ্গম : শ্রী বাণী বিলাস প্রেস, ১৯০৯
১৭. বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণম্ (দ্বিতীয় খন্ডঃ) সম্পা. যোগেশ্বরদত্ত শর্মা পারাশরঃ, সাহিত্যদর্পণম্, দিল্লী, নাগ পাবলিশার্স, ২০০০